ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীর আধ্যাতিক রহস্য

ব্রহ্মা,বিষ্ণু আর শঙ্করেরও রচইতা, নিরাকার সয়াম্ভু,সর্বশক্তিমান,জ্ঞান সাগর,পতিত পাবন ,পরমপ্রিয় ,পরম্পুজ্য পরমপিতা পরমাত্মা শিবের দিব্য জন্ম মানবের কল্যাণের জন্যই হয় ।তাই “শিব” শব্দের মানে হলো কল্যাণকারী ।সব আত্মাদের সদা কল্যান করার জন্য টাকে সদা শিব বলা হয় ।তার দিব্য জন্মের উত্সবই হলো হীরে তুল্য ।তাই এই মহাপরব শিব রাত্রির আধ্যাতিক রহস্যের ওপর প্রকাশ ফেলা খুবই দরকার ।

শিবরাত্রি রাতে কেন মানানো হয় ?

অন্য সব জয়ন্তী দিনে মানানো হয় কিন্তু এই শিব জয়ন্তী রাতে কেন মানানো হয় ।তাও আবার ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণ চতুরদশির রাতে,যখন চারিদিকে ঘনো অন্ধকার থাকে । কারণ :-জ্ঞানসূর্য ,পতিত-পবন পরমাত্মা শিবের অবতরণ ধর্ম গ্লানির সময় হয় যখন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার থাকে তথা বিকারের বশীভূত হয়ে মানুষ দুখী আর অশান্ত হয়ে ওঠে তখন জ্ঞান সাগর পরমাত্মা শিব এসে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রকাশ যাতে রচইতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সঠক জ্ঞান পার্প্ত করে মানুষ এই জীবনে অন্তিন্দ্রীয় আনন্দের আর ভবিষ্যতে নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে শ্রী লক্ষী পদের প্রাপ্তি করে ।

শিবের ওপর আখ আর ধতুরা

অন্য দেবতাদের ওপর তো কমল,গোলাপ বা সুগন্ধিত পুষ্প দেওয়া হয় কিন্তু পতিত-পবন পরমাত্মা শিবের ওপর আখ ,ধুতুরার রং বা গন্ধহীন পুষ্প দেওয়া হয় ।তোমরা কি কোনদিন চিন্তা করেছ যে এইরকম কেনো ?বাস্তবে যখন পতিত-পাবন পরমপিতা শিব পতিত,তমপ্রধান,কলিযুগী,অসুরী সৃষ্টিতে পাবন,সতপ্রধান,সত্যযুগী দেবী স্বরাজ্যের পুনোস্থাপনার জন্য অবতারিত হয় তখন সব জীবআত্মাদের কাছ থেকে কাম-ক্রোধের পাচ বিকারের দান চায় ।যেটা নর এবং নারী জীবনে দুঃখ আর অশান্তির সৃষ্টি করা পাচটি বিকারকে পরমপিতার ওপর চড়িয়ে দেয়,আর নিজেরা পাবন হয়ে সত্যযুগী দেবী স্বরাজ্যের অধিকারী হয়ে যায় ।এই সৃতিতেই ভক্তি মার্গে পরম্স্থা শিবের ওপর আখ আর ধুতুরা ফুল দেওয়া হয় ।

পোরানিক কথাতেও আছে যে ভগবান শিব মানব সমাজের জন্য বিশ পান করেছিল ।'কাম বিকারই' তো সেই বিশ যেটা পুরো মানব সমাজকে কালো আর তমপ্রধান বানিয়ে দিয়েছে ।সব কুকর্মের এটাই হলো মূল জর ।অতি কাম বিকারের জন্যই তো আজ জনসংখ্যা-বিস্ফোটের সমস্যা উত্পন্ন করে দিয়েছে ।অর্থাত কামের বিষের আগুনে জোলে এই সৃষ্টি সর্গ থেকে নরক,অমরলোক থেকে মৃত্যুলোকে বদলে গিয়েছে ।গীতাতে এই শব্দ গুলি আছে 'কাম-ক্রোধ হলো নরকের দুয়ার'।বলা হয় যে ব্রাহ্মচার্যের বলের দ্বারা দেবতারা মৃত্যুর ওপরও বিজয় লাভ করেছিল ।পরম আত্মা শিব নিজের তিন নম্বর নেত্র খুলে কামকে ভসম করে দেয় ।কলিযুগের শেষে আর সত্য যুগের সুরুর আগের এই পুরুশোত্তম সঙ্গম যুগে,জ্ঞান সাগর,পতিত পাবন,নিরাকার পরমাত্মা শিব অবতারিত হয় তো প্রায়েলাপ গীতা-জ্ঞানের শিখ্যা দিয়ে মানুষের তিন নম্বর নেত্র খুলে দায় যার ফলে কামের বিকার ভসম হয়ে যায় ।তারপর আধা কল্প সত্য-ত্রেতা যুগে কাম-ক্রোধের কোনো অংশই আর পাওয়া যাবে না ।শাস্ত্রও বলে যে দাপর যুগে কামের পুনর জন্ম হয়েছিল ।

শিবের বাহন

পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সাথে এক নন্দিগন কেউ দেখানো হয় ।বলা হয় তার বাহন হলো একটা সার গোরু ।এটারও একটা লখ্যনিক অর্থ আছে ।পরমাত্মা হলো অজন্মা ।তার জন্ম মার গর্ভ থেকে হয় না ।বিশ্বের পিতার আর কোনো পিতা থাকতে পারে না ।তার জন্ম দিব্য আর অলৌকিক ।সে হলো সয়ম্ভু ।কলিযুগের শেষে ধর্ম স্থাপন করতে সয়ম্ভু নিরাকার পরমাত্মা শিবের অবতরণ হয় আর সে একটা সকার,সাধারণ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ।পরমাত্মার দিব্য প্রবেশের পরে তার নাম দেওয়া হয় 'প্রজাপিতা ব্রহ্মা' ।নিরাকার পরমপিতা শিব প্রজাপিতার সকার মাধ্যমের দ্বারা প্রায়েলাপ গীতা-জ্ঞান তথা সহজ রাজযোগের শিখ্যা দিয়ে মন্নুশ আত্মাদেরকে তমপ্রধান থেকে সতপ্রধান বানিয়ে,সতপ্রধান সত্তিযুগী সৃষ্টির পুনরস্থাপনা করে ।তাই পরমাত্মার সাথে ব্রাহ্মাকেউ স্থাপনার নিমিত্র মানা হয় তথা শিবের সাথে ব্রহ্মার প্রতিকে সার গরুর(নন্দিগন)প্রতিমা স্থাপন করা হয় ।

শিব লিঙ্গের উপর অঙ্কিত তিন রেখা তথা তিনটি পাতা সমেত বেলপাতার রহস্য

শিব লিঙ্গের উপর সদা তিনটি রেখা অঙ্কিত থাকে বা তিনটি পাতা সমেত বেলপাতা দেওয়া হয় ।কারণ পরমপিতা পরমাত্মা শিব হলো ত্রিমূর্তি অর্থাত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের রচইতা ।ব্রহ্মার দ্বারা সত্যযুগী দেবী সৃষ্টির স্থাপন করে,শংকর দ্বারা কলিযুগী অসুরী সৃষ্টির বিনাশ করায় তথা বিষ্ণুর দ্বারা সত্যযুগী দেবী সৃষ্টির পালনা করায় ।যখন পরমাত্মার অবতরণ হত তখনই এই তিন দেবতাদের কাজও সুক্ষ বতনে সুরু হয়ে যায় ।তার মানে শিব জয়ন্তিই হলব্রাহ্মা-বিষ্ণু-শংকর জয়ন্তী তথা গীতা-জয়ন্তী কারণ অবতরণের সাথে সাথে পরমাত্মা শিব গীতা জ্ঞান শোনাতে থাকে ।

শিব বিবাহের ব্যাপারে বাস্তবিকতা

অনেক লোক শিব রাত্রিকে শিব বিবাহের রাত্রি মানে ।এরো আধ্যাতিক রহস্য আছে ।নিরাকার শিবের বিবাহ কেরকম করে হয় ?এইখানে ইটা স্পষ্ট বুঝে নেওয়া দরকার যে শিব আর শংকর দুজোনে আসলে আলাদা ।জ্যোতি বিন্দু জ্ঞান সিন্ধু নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব হলো ব্রহ্মা,বিষ্ণু আর শঙ্করেরও রচইতা ।শংকর হলো সুক্ষলোকের নিবাসী আকারি দেবতা যে কলিযুগের সৃষ্টির মহাবিনাশের মাধ্যম হয় ।শংকরকে সব সময় তপস্যী রূপে দেখা যায় ।অবশ্যই তার উপরে কেউ আছে যার তপস্যা সে করছে ।নিরাকার শিবের শক্তি দিয়েই ব্রহ্মা,বিষ্ণু আর শংকর স্থাপনা,পালন আর বিনাশের কর্তব্য করে ।সর্ব শক্তিমান শিবের বিবাহের তো প্রশ্নই উঠে না ।সে এক এবং নিরাকার ।তবে হ্যা,আধ্যাতিক ভাসাতে যখন আত্মা রুপী প্রেমিকারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসতে-আসতে শিব প্রেমিকের থেকে দুরে থেকে দুখী আর অশান্ত হয়ে পরে তখন সয়ম্ভু,অজন্মা পরমপিতা শিব,প্রজাপিতা ব্রহ্মার সকার সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে দিব্য প্রবেশ করে আর আত্মা রুপী প্রেমিকাদেরকে অমর কথা শুনিয়ে অমরলোকের বাসী বানায় যেইখানে মৃত্যুর ভয় নেই ,কলহ-কলেসের নাম-নিশান নেই তথা সম্পূর্ণ পবিত্রতা-সুখ-শান্তির অতল,অখন্ড সাম্রাজ্য থাকে ।পুরসত্তম সঙ্গম যুগে ভুলে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের প্রিয়তম পরমাত্মা শিবের সাথে মঙ্গল মিলন হয় আর এটাকেই শিব বিবাহ বলে ।মানে ভগবান শিবের দিব্য-জন্ম উত্সবই তার অদ্যাত্মিক বিবাহ উত্সব রূপে পরিচিতো ।

বর্তমান কালে পরমপিতা শিবের অবতরণ

এখন ধর্মের অতি গ্লানি হয়ে গেছে তথা তমপ্রধান্তা চরম সীমাতে পৌছে গেছে ।সর্বত্র ঘোর অন্ধকার ফেলে গেছে ।ঘোর কলিযুগে এমন কালো রাতে সত্যযুগী প্রকাশ ফেলানোর জন্য জ্ঞান সূর্য,পতিত-পবন পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা শিব ব্রহ্মার সকার,সাধারণ,বৃদ্ধ শরীরে অবতারিত হয়ে গেছে আর এই বছর তার দিব্য অবতরণের প্রতিক,৭৮ শিব জয়ন্তী মানাচ্ছি ।তোমরা সকলে জন্ম-জন্মান্তর ডাকছিলে যে হে পতিত-পাবন পরমাত্মা এসে আমাদেরকে পাবন করো ।তোমাদের সকলের ডাক শুনে বিশ্বপিতা পরমপিতা এই পৃথিবীতে অতিথি হয়ে এসে গাছে আর বলছে,'আমার প্রিয় সন্তান !আমাকে কাম-ক্রোধের পাচটি বিকার দান করো তাহলে তোমরা পবিত্র,সতপ্রধান হয়ে নর থেকে নারায়ণ তথা নারী থেকে শ্রী লক্ষী পদের প্রাপ্তি করতে পারবে ।শিব রাত্রিতে ভক্তগণ উপশ এবং জাগরণ করে ।আসলে পাচ বিকারের বশীভূত না হওয়াটাই হলো সত্যিকারের ব্রত আর মায়ার প্রভাবে দুঃখ সম্পন্ন ঘুম থেকে জাগরণী সত্যিকারের জাগরণ বলা যাবে ।জ্ঞান সাগর পরমপিতা আমাদেরকে প্রায়-লোপ গীতা জ্ঞান শুনিয়ে 'পর' ধর্ম অর্থাত শরীরের ধর্মের থেকে উপরে উঠিয়ে স্বধর্মে অর্থাত আত্মার ধর্মে স্তিত করছে ।তাই আসুন আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান তথা সহজ রাজযোগের শিক্ষার দ্বারা পাচ বিকারের ওপর আবার বিজয় প্রাপ্ত করে 'স্বধর্মে' টিকি অর্থাত আত্মা অভিমানী হয়ার সত্যিকারের ব্রত করী আর আনন্দের সাগর নিরাকার পরমাত্মা শিব আনন্দায়িনি স্মৃতিতে থাকি ওই অনুপম,অলৌকিক,অতীন্দ্রিয় আনন্দের প্রাপ্তি করী যার জন্য গোপ-গোপীদের এত গায়ন আছে ।

নিরাকার আত্মার সাথে নিরাকার পরমাত্মার আনন্দায়ক মঙ্গল-মিলনই হলো সত্যিকারের শিব-বিবাহ ।এই মঙ্গল মিলনের দ্বারা আমরা জীবন মুক্ত হয়ে যাই আর গৃহস্ত জীবন সহজ হয়ে যায় যেইখানে আমরা কমল পুষ্পের মতো থেকে নিজেদের কর্তব্য করতে পারি ।এই কল্যাণকারী পুরসত্তম সঙ্গম যুগে যে এই মঙ্গল-মিলন না মানাবে তারা পশ্চাতাপ করবে যে হে পতিত-পবন পরমাত্মা,তুমি এসেছ আর আমাকে

পবিত্র হয়ার আদেশ দিয়েছ কিন্তু আমি অভ্যাগ্যবান যে তোমার এদেশে চলে নিজের জীবনের কর্তব্য করতে পারলাম না ।অর্থাত প্রতেকটি মানবের এটা পরম কর্তব্য যে সে ৭৮ শিব জয়ন্তীর এই পবিত্র সময়ে সুখদাতা,দুঃখ হর্তা পরমাত্মা শিবের ওপর,জীবনে দুঃখ-অশান্তি উত্পন্ন করা আখ-দুতুরাকে অর্পণ করে দাও আর নির্বিকারী হয়ে পবিত্র সত্যযুগী দেবী সৃষ্টির পুনস্থাপনাতে ঈশ্বরের কাজে সহযোগী হও ।